যুগান্তর
22 OCT 2016
পৃঃ 8 কলাম 6

ফরহাদ মজহার

গণতন্ত্র ও শিক্ষাব্যবস্থার

সিস্টার্স অব দ্য হোলি নেইমস অব জেসাস অ্যান্ড মেরি। আজ শিক্ষাব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে লিখতে গিয়ে নামটি মনে পড়ল।

বাংলাদেশের সামনের সারির পত্রপত্রিকায় ক্ষমতাসীন সরকারের শিক্ষানীতি, বিশেষত কওমি মাদ্রাসার ঐতিহাসিক সত্তা ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করার আইন ও নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে তার খবর খুব একটা আসে না। যখন আসে তখন জাতীয় ইস্যু হিসেবে যে পরিমাণ গুরুত্ব পাওয়ার কথা সেটা পায় না। এর পেছনে কিছু অনুমান কাজ করে থাকতে পারে। যেমন, কওমি মাদ্রাসা তাদের প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের জন্য অনুপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা করার সংগ্রাম করছে, এদের কথাবার্তা, তৎপরতাকে গুরুত্ব দেয়ার কিছু নাই; মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির কারখানা, এদের খবরাখবরের গুরুত্ব দেয়ার অর্থ জঙ্গিদের সমর্থন দেয়া; এসব পশ্চাদপদ প্রতিষ্ঠান তুলে দিয়ে আমাদের দরকার সবার জন্য একই রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, এদের কথা তাহলে প্রচার না করাই ঠিক কাজ, ইত্যাদি।

সবচেয়ে প্রবল ও প্রকট অনুমান হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে হবে। এর কারিকুলাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা নীতি, পাঠ্যপুস্তক লেখা, পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ সবকিছুই থাকতে হবে রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারাই ঠিক করবে আমরা কী শিক্ষা দেব, কী বিষয় পড়াব, কীভাবে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি পরিচালনা করব, ইত্যাদি। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার যদি ফ্যাসিস্ট হয় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও ভূমিকা হবে যত্ন করে ফ্যাসিস্ট মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উৎপাদন। শিক্ষানীতি সংক্রান্ত আমাদের বাগাড়ম্বরের গোড়ার সারকথা এটাই। একটি কেন্দ্রীভূত ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে শিক্ষাব্যবস্থাকে মতাদর্শিক হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা। এর বাইরে কেউ থাকতে চাইলে তাদের দমন, উৎখাত ও বিনষ্ট করাই কর্তব্য। এর বিপরীতে সম্প্রতি বেফাক আয়োজিত ওলেমা সম্মেলন থেকে ক্ষমতাসীনদের কাছে পাঠানো প্রস্তাবগুলো পড়ছিলাম। তখনই মনে পড়ল, সিস্টার্স অব দ্য হোলি নেইমস অব জেসাস অ্যান্ড মেরি।

শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি নিয়ে বস্তা বস্তা লেখা হয়। তাতে কার কতটুকু আমোদ হয় বলা মুশকিল। শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার তর্ক ব্যবহারিক কী দার্শনিক সব দিক থেকেই বিশাল একটি ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে যারা 'বিশেষজ্ঞ' তারা সময়ে-অসময়ে ভালো কিছু বলেন না তা নয়, তবে সেই ভালোমন্দের তর্ক ফুটা বাটিতে পানি ঢালা আর কী! তাই বলে শিক্ষার প্রশ্নকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। দর্শন বা সজীব চিন্তার কাজ হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে খুবই গোড়ার কিছু প্রশ্ন তোলা, সেই গোড়ার প্রশ্নের সঙ্গে মানুষের বিকাশ সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কী করে সফলভাবে করা যায়, সেই বাস্তব বা ব্যবহারিক প্রশ্নের সঙ্গেও জড়িত। যেখানে আমরা গোড়ার প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত নই, সেখানে কে কী বলল তা বিনোদন হতে পারে; কিন্তু এসব বলাবলিতে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সামাজিক চিন্তার কিংবা চর্চার আদৌ কোনো গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয় না।

এখন গোড়ার চিন্তা মানে কেমন? গোড়ার চিন্তা সবসময়ই সহজ ও সরল হতে বাধ্য। অর্থাৎ যা নিয়ে যে কোনো মানুষই ভাবতে সক্ষম। ভাবেও, কারণ মানুষমাত্রই ভাবুক। কিন্তু তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞ' বা যাকে ইংরেজিতে স্টাইলাইজড চিন্তা বলা হয়, বিশেষ কায়দায় রপ্ত করা ভাষায় কথা বলা বা প্রশ্ন করা, সেটা সজীব চিন্তার জন্য বিপদ ডেকে আনে। সাধারণ মানুষকে কায়দাদুরস্ত বিশেষজ্ঞ চিন্তা টেররাইজ করে। আতংকিত করে তোলে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধারণা জাগিয়ে তোলা হয় যে, তার স্বাভাবিক চিন্তা কোনো চিন্তাই নয়। 'শিক্ষিত' বা বিশেষজ্ঞদের মতো কথা না বললে সেটা চিন্তা নয়। এখন শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা যখন কথা বলে তখন সাধারণ মানুষ মনে করে, শিক্ষা নিয়ে কোনো চিন্তা করার অধিকার বা ক্ষমতা কিছুই তাদের নাই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেও এটা সত্য। আলেম-ওলেমারা মনে করেন, ধর্ম নিয়ে তারা ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবেন না, ধর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারী শুধু তারা, তারাই ধর্ম বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ'। সজীব চিন্তার জন্য মুশকিল পরিবেশ সর্বত্রই বিরাজমান।

তাহলে গোড়ার চিন্তা মানে কোনো স্টাইলাইজড বা বিশেষজ্ঞ চিন্তা নয়। আমরা বলছি, অতি সাধারণ মানুষ শিক্ষা নিয়ে যেসব প্রশ্ন করে সেসব প্রশ্নের কথা। তা ঘিরে তার চিন্তার আবর্তন, যার ওপর সমাজের গতিপ্রকৃতি নির্ভর করে, সেই দিক। সেই সব প্রশ্ন তারা বিশেষজ্ঞদের সামনে করতে সাহস পায় না। কারণ অনেক সময় বেকুবদের সমাজে তাকে বেকুব হয়ে যেতে হয়। স্টাইলাইজড বা বিশেষজ্ঞবাদী চিন্তা, নীতি, পরিকল্পনা ইত্যাদির কারণে পুরো সমাজ বেকুবদের সমাজে পরিণত হতে পারে।

এর পরিণতি ভয়ংকর। এখন আমরা যাকে শিক্ষা বলি, তার কাজ হচ্ছে আমাদের শিশুদের ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের গোলাম তৈরি করা। ইউরোপের কাছ থেকে আমরা শিখব না তা নয়। কিন্তু তা নির্বিচার হতে পারে না। কিন্তু আমরা অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই আজও স্বাধীনভাবে করতে জানি না। পরাধীন মনমানসিকতা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া ভয়ংকর ব্যাপার। পরাধীনতার চর্চাকেই আমরা বলি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। তাহলে এ শিক্ষার কী দরকার যা আমাদের আজও গোলাম করে রাখে? স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে শিক্ষার কোনো ভূমিকাই নাই সেই শিক্ষা দিয়ে আমরা কী করব? শিক্ষা নিয়ে যদি আমরা গোড়ার চিন্তা শুরু করি, তাহলে এ দিকগুলো নিয়েই তো ভাবতে হবে। তখন আমাদের প্রথম কাজ হয়ে ওঠে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা উৎখাত, নিদেনপক্ষে তার সংস্কার বা রূপান্তর। কিন্তু ইন্টারেস্টিং দিক হল, আমরা সেটা বলি না। আমরা বলি, কওমি মাদ্রাসাসহ সব ধর্মীয় শিক্ষালয়গুলোকে 'আধুনিক' করতে হবে। এর কারণ, আমাদের পরাধীন চিন্তায় আমরা যাকে 'শিক্ষা' বলি তার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা মেলে না। অতএব মার্কিন যুদ্ধের নীতি প্রয়োগ করে মাদ্রাসাগুলো ভাঙো, তাদের জন্য নতুন শিক্ষা আইন ও শিক্ষানীতি চাপিয়ে দাও, ইত্যাদি।

মাদ্রাসা ধোয়া তুলসিপাতা নয়। তারও পর্যালোচনার দরকার আছে। সাধারণ মানুষ সেটা করেও বটে। মাদ্রাসা শিক্ষারও সংস্কার দরকার আছে। সেটা তর্কের বিষয় নয়। আমি মনে করি, আলেম-ওলামারা সেটা চান এবং কীভাবে সেটা সম্ভব সে ব্যাপারে তারা যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। কথা হচ্ছে একমুখী শিক্ষা, সবার জন্য একই রকম শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা— এ সবকিছুরই উদ্দেশ্য নিজেদের স্বাধীন বিকাশের কথা না ভেবে পরাধীনতা ও অনুকরণের অন্ধকারে খাবি খাওয়া। পরাধীন থাকার প্রক্রিয়া জবরদস্তি চাপিয়ে দেয়া। বলাবাহুল্য,

স্কুলগুলো বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত— সেই শি[...] পর্যায়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেন চালু থাক[...] নিশ্চিত করাই ছিল বাধ্যতামূলক শিক্ষা আই[...] উদ্দেশ্য। অরেগন রাজ্য ক্যাথলিক কিংবা অন্য[...] বা শিক্ষিত হয়ে যাওয়ার ভয় থেকে আইন সং[...] নেয়া হয়।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনে ৮ থেকে ১৬ [...] অবশ্যই সরকারি বিদ্যালয়ে আসতে হতো। [...] ব্যতিক্রম ছিল। যারা ঘরে বসে পড়ছে, বা অ[...] উদ্যোগে পড়ছে, তারা তাদের মতো করে [...] প্রাইভেট বা বেসরকারি স্কুল তো ছিলই, রাজ্য[...] নিজেদের মতো করে পাঠদান ও শিক্ষার স্বীকৃ[...] সংশোধনী এই সুযোগ বা ব্যতিক্রমগুলোকে নাক[...] পাবলিক স্কুলের বাইরে আর কোনো পড়াশে[...] সবাইকেই রাজ্য বা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষাব[...] হতে হবে।

নতুন সংশোধন কার্যকর হল ১ সেপ্টেম্বর ১[...] বেসরকারি স্কুলগুলো এ আইন মেনে নিল না। এই বিরুদ্ধে দুই ধরনের বিরোধিতা দেখা গেল। [...] বিরোধিতা ছিল বেসরকারি হিলার মিলিটারি একা[...] থেকে। তারা আদালতে নালিশ জানাল। তাদের প্রাইভেট স্কুল হিসেবে তাদের বেসরকারি ব্যবসার অ[...] করা হয়েছে। শিক্ষা বেচাকেনারও বিষয়। অতএ[...] হিসেবে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমি কাকে কী সেটা আমার এবং আমার দেয়া শিক্ষা যারা তাদের জন্য চাইছে তাদের বিষয়। রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে[...] অনুযায়ী আমার ব্যবসায়িক অধিকার ক্ষুণ্ন করার [...] আনতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকার নালিশ নিয়ে আদাল[...] সোসাইটি অব দ্য সিস্টার্স অব দ্য হোলি নেইমস অ[...]

১. ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন [...] অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে নেতাকর্মীদের [...]

> গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের চরিত্র বিচার নিয়ে এই রায় একটি যুগান্তকারী রায় বলে গণ্য করা হয়। এ রায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এখতিয়ারের সীমা যেমন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, একইভাবে বাবা মা বা অভিভাবকরা কোথায় তাদের সন্তানদের পড়াবেন তার অধিকারকেও গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে গণ্য করে বটে; কিন্তু একই সঙ্গে ধর্ম চর্চার পূর্ণ অধিকার, যার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া ও নেয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত, সেই অধিকারও মান্য করে।

আলেম-ওলামা-মাশায়েখরা এর বিরুদ্ধে লড়ছেন। তারা 'আধুনিকদের' মতো পরাধীন মনের অধিকারী নন।

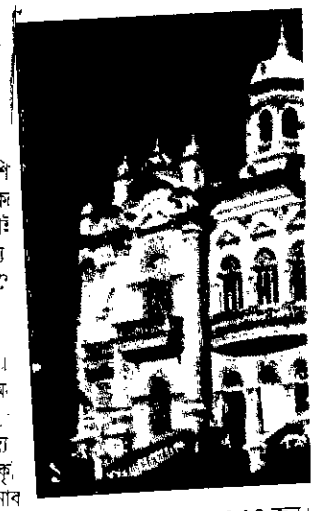

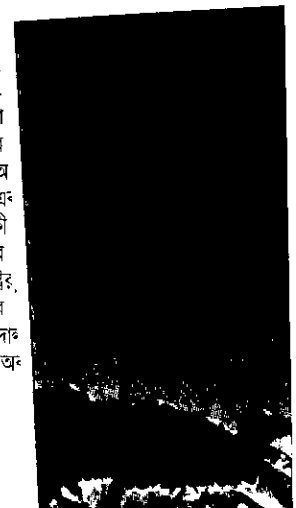

যদি দর্শনের বৃহৎ পরিসর বাদ দিয়ে আমরা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে শিক্ষা নিয়ে গোড়ার প্রশ্ন তুলি, তাহলে কীভাবে সেটা তুললে ফলপ্রসূ হতে পারে? আরও সহজ জায়গায় আসি। আমরা দাবি করি যে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা গণতন্ত্র চর্চা করতে চাই। সবাই গণতন্ত্র চায়! হা হা হা। সেটা না হয় মেনে নিলাম। তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিচার খুবই গুরুত্বর একটি বিষয়। কীভাবে সেই সম্পর্ক আমরা বিচার করব? সেক্ষেত্রে অর্থাৎ গণতন্ত্রের দিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত গোড়ার চিন্তা কী হতে পারে? সেটা এবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত চিন্তা হলে হবে না। খুব কংক্রিট ও ঐতিহাসিক ভাবে তার ... পরিপ্রেক্ষিতে মনে পড়ল সিস্টার্স ...

অ্যান্ড মেরি। এটি একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সিস্টার্স ব্যবসার কথা তুলেছিল, কিন্তু সেটা ছিল গৌণ। কো[...] নিজেদের বাচ্চাদের পড়াবে কী পড়াবে না, মা-বাবার [...] পছন্দ করার অধিকারের কথা তারা তুলেছিল। এর সঙ্গে ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্ম চর্চার অধিকার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চর্চার অধিকারে হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। [...] প্রাইভেট ব্যাপার। সরকারি স্কুলে ধর্মনিরপেক্ষতার নী[...] অনুসরণ করে ধর্ম শিক্ষা বাদ দেয়ার পক্ষে যুক্তি আছে, কা[...] সরকারি স্কুলের পয়সা রাষ্ট্র জোগায়। কিন্তু বেসরকারি প্রাইভেট স্কুলে মা-বাবারা কোথায় তাদের সন্তানদের পড়া[...] সেটা রাষ্ট্র বা সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এটা তাদে[...] প্রাইভেট ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে[...] নীতির পরিপন্থী।

আওয়ামী লীগের ২০তম জা[...] উদ্যানের লেক (উপরে), শুক্র[...]

সম্মেলনে বিএনপি